যুগান্তর

তারিখ 17 AUG 2013
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

ভর্তিযুদ্ধ

দেশের সব উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে মানসম্মত হিসেবে গড়ে তোলার ওপর জোর দিতে হবে।

উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে ভর্তিযুদ্ধের দামামা বেজে ওঠার খুব একটা দেরি নেই। এবার এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় রিভিন্ন গ্রেডে পাস করা শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৭ লাখ ৪৪ হাজার ৮৯১। এদের মধ্যে ১০টি শিক্ষা বোর্ডে মোট জিপিএ-৫ পেয়েছে ৫৮ হাজার ১৯৭ জন। আর জিপিএ-৫ থেকে জিপিএ-৩ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৫ লাখ। এর সঙ্গে গত বছর সুযোগ না পাওয়া বা অপেক্ষাকৃত ভালো বিষয়ে পড়তে আগ্রহীরাও যে এবারের ভর্তি পরীক্ষায় শামিল হবে, তা বলাই বাহুল্য। দুঃখজনক হলেও সত্য, এই বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর অধিকাংশই তাদের কাঙ্ক্ষিত বা পছন্দের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাবে না। এর কারণ দেশের ৩৪টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও ইন্সটিটিউট মিলে আসন সংখ্যা ৫০ হাজারের কিছু বেশি। তাই ভালো গ্রেডপ্রাপ্ত করলেও অধিকাংশ শিক্ষার্থীই ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে, যা প্রায় নিশ্চিত। শিক্ষার্থী অনুপাতে পর্যাপ্ত আসন থাকায় শিক্ষার্থীদের উচ্চ শ্রেণীতে ভর্তি নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না, এটা সত্য। তবে দেশে মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা খুবই সীমিত। ফলে প্রতিবছরই দেখা যায়, গুটিকয় বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে শিক্ষার্থীদের ভিড় লেগে আছে। এটি মোটেই কাম্য নয়। দেশে উচ্চশিক্ষার প্রসার যেমন প্রয়োজন, তেমনি ভালো ও মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ব্যাপারে নজর দেয়াও জরুরি। মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়া শিক্ষার্থীদের দক্ষ এবং নৈতিক ও মানবিক গুণাবলী সমৃদ্ধ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। ত্রুটিপূর্ণ বা জোড়াতালির শিক্ষা ব্যবস্থা সার্টিফিকেটধারীর সংখ্যা বাড়ালেও দেশ ও জাতি গঠনে তা বিশেষ কোনো অবদান রাখতে পারে না। কাজেই মুষ্টিমেয় কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়, দেশের সব উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে মানসম্মত হিসেবে গড়ে তোলার ওপর জোর দিতে হবে। মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব এবং ভর্তি সংকটের সুযোগে মানহীন বেসরকারি আর বিদেশী নামধারী বিশ্ববিদ্যালয়ের তথাকথিত শাখাগুলোকে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে দেখা যায়। প্রাইভেট টিউশন, কোচিং সেন্টার ইত্যাদির পর বাণিজ্যধারায় সর্বশেষ যুক্ত হয়েছে দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নামধারী প্রতিষ্ঠানগুলো। এসব প্রতিষ্ঠানে জ্ঞানার্জনের উপায়, পদ্ধতি ও পরিবেশ যাই হোক না কেন, ভর্তি ও টিউশন ফি সাধারণের নাগালের বাইরে। অন্যদিকে দেশে পাসের হার ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়লেও সেই অনুপাতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধির দিকে নজর দেয়া হয়নি বা এর বিকল্প হিসেবে পর্যাপ্তসংখ্যক কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার দিকেও যথেষ্ট মনোযোগ দেয়া হয়নি। বর্তমান যুগ হচ্ছে শিল্প ও প্রযুক্তির যুগ। এ যুগে কারিগরি ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থাকে যে জাতি প্রাধান্য দিয়েছে, উন্নয়নের প্রতিযোগিতায় তারা এগিয়ে গেছে। বিষয়টি নিয়ে নীতিনির্ধারকদের গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত। ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ব্যাপারেও সরকারের কঠোর নজরদারি প্রয়োজন। গত বছর মেডিকেল কলেজের প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় নানাজনের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের সম্পৃক্ত থাকার খবরও প্রকাশ হয়েছিল। এ পরিস্থিতির অবসান হওয়া জরুরি। সরকার দেশে মানসম্মত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পাশাপাশি ভর্তি প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতার আওতায় আনবে, এটাই প্রত্যাশা।